কার্তিক মাসে কৃষকভাইদের করণীয়

ঋতুচক্রের বৈচিত্রের পালা বদলে হেমন্ত কৃষি ভুবনের চৌহদ্দিতে কাজে কর্মে ব্যস্ততায় এক স্বপ্নীল মধুমাখা আবাহনের অবতারণা করে। সোনালী ধানের সুঘ্রাণে ভরে থাকে বাংলার মাঠ প্রান্তর। কৃষক মেতে ওঠে ঘাম ঝরানো সোনালী ফসল কেটে মাড়াই ঝাড়াই করে শুকিয়ে গোলা ভরতে আর সাথে সাথে শীতকালীন ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো শুরু করতে। তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই কার্তিক মাসে কৃষির কোন কাজগুলো আমাদের করতে হবে।

আমন ধান

- রোপা আমনে বিপিএইচ এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন ; আক্রমন লক্ষ্য করা গেলে অনুমোদিত সঠিক মাত্রায় গাছের গোড়ার দিকে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে । সাথে সাথে জমির পানি দ্রুত অপসারণ করতে হবে ।
- আমন ধানের জমিতে মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা পোড়া, খোল পোড়া রোগের আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন।
- এ মাসে আগাম জাতের আমন ধান পাকা শুরু হয়,৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে রোদেলা দিন দেখে ধান কাটতে হবে।
- আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে সুস্থ্য সবল ভালো ফলন দেখে ফসল নির্বাচন করে কেটে, মাড়াই-ঝাড়াই করার পর রোদে ভালমত শুকিয়ে পরিস্কার ঠান্ডা ধান বায়ু রোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ রাখার পাত্র টিকে মাটি বা মেঝের উপর না রেখে পাটাতনের উপর রাখতে হবে।
- পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে ধানের সাথে নিম, নিসিন্দা, ল্যান্টানার পাতা শুকিয়ে গুড়ো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

গম

- কার্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে গম বীজ বপনের প্রস্তুতি নিতে হয়।
- দো-আঁশ মাটিতে গম ভাল হয়।
- অধিক ফলনের জন্য গমের আধুনিত জাত যেমন- বারি গম ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ রোপন করতে হবে।
- বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- বীজ বপনের ১৯ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ প্রয়োজন এবং এরপর প্রতি ৩০-৩৫ দিন পর ২ বার সেচ দিলে খুব ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ভুট্টা

- ভুট্টার বীজ বপন করুন।

আখ

- এখন আখের চারা রোপনের উপযুক্ত সময়।
- ভালভাবে জমি তৈরি করে বিএসআরআই ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬ জাতের আখের চারা রোপন করা যেতে পারে।

তেল ও ডাল ফসল

- কার্তিক মাস সরিষা চাষের উপযুক্ত সময়।
- সরিষা ছাড়াও অন্যান্য তেল ফসল যেমন- তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী এ সময় চাষ করা যায়।
- বন্যার পানি নেমে গেলে মসুর, খেসারী চাষ করুন।

আলু ও মিষ্টি আলু

- আলুর জন্য জমি তৈরি ও বীজ বপনের উপযুক্ত সময় এ মাসেই।
- ভাল ফলনের জন্য বীজ আলু হিসেবে যে জাতগুলো উপযুক্ত তাহলো ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, প্যাট্রোনিজ, হীরা, মরিণ, অরিগো, আইলশা, ক্লিওপেট্রা, গ্রানোলা, বিনেলা, কুফরীসুন্দরী, বারি আলু ১৩, ১৯, ৫৪, ৬২, ৬৬, ৭০, ৭৬, ৭৮, ৭৯ এসব।
- আলু উৎপাদনে আগাছা পরিস্কার, সেচ, সারের উপরি প্রয়োগ, মাটি অলগাকরণ বা কেলিতে মাটি তুলে দেয়া, বালাই দমন, মালচিং করা আবশ্যকীয় কাজ।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মালচিং দিয়ে আলু আবাদ করা যায়।
- নদীর ধারে পলি মাটিযুক্ত জমি এবং বেলে দো-আঁশ প্রকুতির মাটিতে মিষ্টি আলু ভাল ফলন দেয়।
- তৃপ্তি, কমলা সুন্দরী, দৌলতপুরী, বারি মিষ্টি আলু-৪, বারি মিষ্টি আলু-৫, বারি মিষ্টি আলু-৬, বারি মিষ্টি আলু-৭, বারি মিষ্টি আলু-৮, বারি মিষ্টি আলু-৯, বারি মিষ্টি আলু-১০, বারি মিষ্টি আলু-১১, বারি মিষ্টি আলু-১২ ও বারি মিষ্টি আলু-১৩, ১৪, ১৫ আধুনিক মিষ্টি আলুর জাত।

শাক-সবজি

- শীতকালীন শাকসবজি চাষের উপযুক্ত সময় এখন।
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীজতলায় উন্নতজাতের দেশী-বিদেশী ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, বাটিশাক, টমাটো, বেগুন এসবের চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে।
- আর গত মাসে চারা উৎপাদন করে থাকলে এখন মূল জমিতে চারা রোপন করতে পারেন।
- এ মাসে হঠাৎ বৃষ্টিতে রোপণকৃত শাকসবজির চারা নষ্ট হতে পারে। এ জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোপনের পর আগাছা পরিস্কার, সার প্রয়োগ, সেচ নিকাশসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
- তাছাড়া লালশাক, মূলাশাক, গাজর, মটরসুটির বীজ এ সময় বপন করতে পারেন।

অন্যান্য ফসল

- অন্যান্য ফসলের মধ্যে এ সময় পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ধনিয়া, কুসুম, জোয়ার এসবের চাষ করা যায়।
- সাথী বা মিশ্র ফসল হিসেবেও এসবের চাষ করে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।